EMPOWERING
FOR RESILIENCE
1985–2024

GUK Award 2023

নন্দিতজন

এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের প্রকাশনা

www.gukbd.net

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
Gana Unnayan Kendra

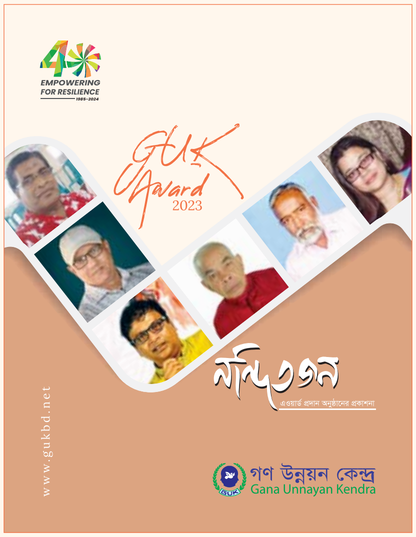

এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের প্রকাশনা

নন্দিতজন

সম্পাদক
জহুরুল কাইয়ুম

সম্পাদনা সহযোগী
আফতাব হোসেন
জয়া প্রসাদ

ফটোগ্রাফি
কুদ্দুস আলম

বর্ণ বিন্যাস
বিপ্লব কুমার দাস অরু

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
কায়সার রহমান রোমেল

মুদ্রণ সহযোগী
কনসেপ্ট ইনোভেটিভ কম্যুনিকেশন, গাইবান্ধা

প্রকাশক
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা

প্রকাশকাল
১৭ পৌষ ১৪৩০ | ০১ জানুয়ারি ২০২৪

কড়চা

প্রসঙ্গ কথা : GUK Award- ০২
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র : চার দশকের পথচলা- ০৩
বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদক- ০৪
সাংবাদিক সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীর- ০৫
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমিতাভ দাশ হিমুন- ০৬
আলোকচিত্রশিল্পী কুদ্দুস আলম- ০৭
চিত্রশিল্পী রেজাউল আমিন আনিছ- ০৮
উদ্যোক্তা অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা চৌধুরী- ০৯
যাঁরা পেয়েছেন জিইউকে এওয়ার্ড (২০১৭-২০২২)- ১০
ছবিতে GUK Award প্রদান অনুষ্ঠান (২০২০-২০২২)- ১১
আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব ২০২৩- ১৬

প্রসঙ্গ কথা

GUK Award

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ২০১৭ সাল থেকে GUK Award প্রদান করে আসছে। সমাজ উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে নিবেদিত এবং সৃজনশীল কর্মে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনকে তাঁদের কর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই মূলত: এই সম্মাননা প্রচলন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, চিকিৎসা, সাংবাদিকতা, কৃষি, নারী উন্নয়ন, উদ্যোক্তা এবং অদম্য ক্যাটাগরির কমপক্ষে তিনটিতে প্রতিবছর এই সম্মাননা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি বা সংগঠন নির্বাচন করার জন্য সংস্থা প্রতিবছর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি মনোনয়ন কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি পূর্বনির্ধারিত বিশেষ বিধিমালার আলোকে ব্যক্তি ও সংগঠন নির্বাচন করে থাকে।

২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ২০ জন ব্যক্তি ও একটি সংগঠনকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে অনেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রেখে যাচ্ছেন। এমন ছয়জনকে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে GUK Award 2023 প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা প্রত্যাশা করি, আগামীতে গাইবান্ধা ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার ব্যক্তি ও সংগঠনকে Award প্রদানে সম্পৃক্ত করা হবে।

আবু সায়েম মো. জান্নাতুন নূর রিশাত
পরিচালক
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র

চার দশকের পথচলা

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি গাইবান্ধা জেলা সদরে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘ ৩৯ বছরের পথচলায় স্থানীয় জনগণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে এই সংস্থাটি পর্যায়ক্রমে রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগসহ দেশের ১৭টি জেলায় নানা ধরনের উন্নয়নমূলক ও মানবিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

বর্তমানে আমাদের সংস্থা তিন হাজার নিবেদিতপ্রাণ নারী ও পুরুষ কর্মীর মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নে দেশি-বিদেশী দাতা সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার সাথে যুক্ত প্রায় ৪ লাখ নারী-পুরুষ উন্নয়নমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্যতার বৃত্ত থেকে বের হয়ে দেশের উন্নয়নধারায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। এছাড়াও দেশের যেকোন দুর্যোগে, বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙন, শৈত্যপ্রবাহ, সাইক্লোনসহ মানবিক বিপর্যয়ে অসহায় মানুষের পাশে থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করে আসছে এই সংস্থা। চরাঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে জিইউকে ৭৫টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ৩ হাজার বসতভিটা উঁচুকরণ, ১৩০টি ক্লাস্টার ভিলেজসহ অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কার করেছে। এছাড়াও মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে GUK শুরু থেকে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করতে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র, আনন্দলোক কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে চরাঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার অতিদরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪০ হাজার বিদ্যালয়বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষার মূল স্রোতধারায় যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের প্রায় ১০ হাজার ৫শ' যুব নারী -পুরুষকে কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আমরা গাইবান্ধায় একটি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য সেবায় হাসপাতাল, কৃষি-মৎস্য-গবাদি পশু খামার, খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রসহ ১২টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র ২০১৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের শ্রেষ্ঠ সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করে। আমাদের সংস্থা ২০১৭ সাল থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে GUK Award প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই পদকপ্রাপ্তরা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং দেশের উন্নয়নধারায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন এই প্রত্যাশা করি।

এম. আবদুস্ সালাম
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK), গাইবান্ধা

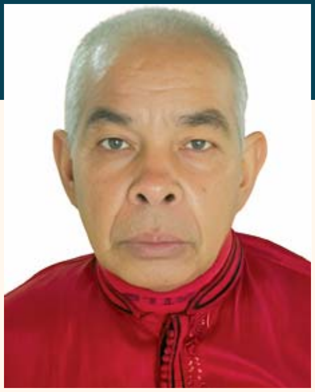

বীর মুক্তিযোদ্ধা

গৌতম চন্দ্র মোদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদক ১৯৫৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার বোনারপাড়ার শিমুলতাইড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- গণেশ চন্দ্র মোদক, মাতা-দক্ষময়ী মোদক। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। স্ত্রী-মিনতী মোদক। দুই ছেলে দেবাশীষ মোদক তপু, সুভাশীষ মোদক অপু, মেয়ে অনিন্দিতা মোদক।

বোনারপাড়া তারাচাঁদ সাদারাম মহেশ্বরী হাইস্কুল থেকে এসএসসি, বোনারপাড়া কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। বাংলাদেশ রেলওয়েতে ছয় বছর চাকুরির পর ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ আনসার বাহিনীতে চাকুরি শুরু করেন। জেলা অ্যাডজুট্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে চাকুরি করে ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চে গৌতম চন্দ্র মোদক কলেজের ছাত্র ছিলেন। শুরুতেই জড়িয়ে পড়েন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে। বোনারপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ সংগঠনে ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কাকড়িপাড়া ইয়্যুথ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ভারতের তুরায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফিরে এসে ১১ নম্বর সেক্টরের রোস্তম আলী খন্দকারের নেতৃত্বাধীন ‘রোস্তম কোম্পানি’ তে যোগ দেন। পরে ওই কোম্পানির সেকেন্ড ইন কমাণ্ড (টুআইসি) হিসেবে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। কোম্পানি কমাণ্ডার রোস্তম আলী খন্দকারের অনুপস্থিতিতে গৌতম চন্দ্র মোদকের নেতৃত্বেই একাত্তরের ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে এক ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধের পর ফুলছড়ি থানা হানাদার মুক্ত হয়। তিনি রোস্তম কোম্পানির প্রায় সকল যুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখেন। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলো হলো– ভাঙ্গামোড়ের এ্যামবুশ, কুমারগাড়ীর মালবাহী গাড়ি ও রেললাইন ধ্বংস, সাঘাটা থানা আক্রমণ, ত্রিমোহনী ঘাটের যুদ্ধ, কাকড়াগাড়ি ব্রিজের যুদ্ধ, সিংড়া রেলব্রিজ অপারেশন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাইবান্ধা জেলা ইউনিটের ডেপুটি কমাণ্ডার ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদককে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরব বোধ করছে। আমরা বাংলা মায়ের এই বীর সন্তানের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সাংবাদিক

সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীর

সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীর ১৯৫১ সালে গাইবান্ধা শহরের ফকিরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-এস.এম ফজলার রহমান, মাতা- এস.এম সুফিয়া খাতুন। ২ ভাই ২ বোনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। স্ত্রী- নূরন্নাহার, মেয়ে- নিছবাত-উল-জান্নাত ললনা, ছেলে- সৈয়দ নুহ-উল আজম (লোবান)।

গত শতাব্দীর সত্তর দশকে সাংবাদিকতা শুরু করেন। প্রকাশ করেন 'সাপ্তাহিক মানুষ'-এর কয়েকটি সংখ্যা। ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দৈনিক বাংলার বাণী'-তে সহসম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। লিখেছেন সাপ্তাহিক গণপ্র-হরী, দৈনিক সন্ধান, আজকের জনগণ প্রভৃতি স্থানীয় সংবাদপত্রে। 'সাপ্তাহিক পলাশ'-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সাল থেকে দৈনিক করতোয়া-র জেলা সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত আছেন। উত্তরাঞ্চল ফেডারেল সাংবাদিক পরিষদ, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার জেলা সভাপতি এবং গাইবান্ধা প্রেসক্লাবের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

গাইবান্ধার সাহিত্য ও নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি অনেক নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচনা করে নির্দেশনা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছেঃ সাজা ও সঙ্গীত, অতঃপর আমার ডান দিকেই স্বর্গ, সক্রেটিস থামো, মৃত্যুর নাম স্বাধীনতা, টিকেট রেখে দিন আবার মঞ্চস্থ হবে, জনৈক ফেরেস্তার মৃত্যুতে শোকসভা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মিছিল, আগামীকাল ভালোবাসা বন্ধ থাকবে, ভগবানের ধর্ষিতা স্ত্রী, দাঁড়ান শয়তান আসছে, আইবেন বাবা আদম খোর। গীতিকার হিসেবেও খ্যাতিমান তিনি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানের জন্য সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীরকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরব বোধ করছে। এই সৃজনশীল মানুষের সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

অমিতাভ দাশ হিমুন

অমিতাভ দাশ হিমুন গাইবান্ধা শহরের পার্করোডে ১৯৬১ সালের ১৪ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- সত্যভূষণ দাশ, মাতা- যোগমায়া দাশ। ৫ বোন ও ১ ভাইয়ের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ। স্ত্রী-রিক্তু প্রসাদ। একমাত্র কন্যা মেঘলীনা দ্যুতি।

গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাইস্কুল থেকে এসএসসি, গাইবান্ধা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে পলাশবাড়ী মহিলা কলেজে শিক্ষকতা শেষে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন।

পারিবারিক সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠেন অমিতাভ। মায়ের কাছে সাহিত্য-সংস্কৃতির হাতে খড়ি হয় তাঁর। বোনদের কাছেও নিয়ত প্রাণিত হয়েছেন তিনি। আবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জগতে প্রবেশ করেন। তারপর গানে-নাটকে সমান সক্রিয়তায় কাজ করেছেন। এ পর্যন্ত ছয় শতাধিক গান লিখেছেন যার অনেকগুলো জাতীয় পর্যায়ে শ্রোতানন্দিত হয়েছে। নাট্য সংগঠন মেঘদূত'র সাড়া জাগানো 'নূরলদীনের সারা জীবন' এবং 'কোর্ট মার্শাল' নাটকে তাঁর অভিনয় দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তিনি বাংলাদেশ বেতারের 'ক' শ্রেণির এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত গীতিকার। তাঁর রচিত অসংখ্য নাটিকা, কথিকা ও গীতিনাট্য বেতারে প্রচারিত হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পরম্পরার চোখ' ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি গাইবান্ধা জেলা শাখার আবৃত্তি প্রশিক্ষক।

সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবেও তিনি সমান পরিচিত। গাইবান্ধার প্রথম ব্যান্ড দল 'আবাহনী' গঠনে পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। জেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটির দুই মেয়াদে সদস্য ছিলেন এবং বর্তমানে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সুরবাণী সংসদের বর্তমান সভাপতি। মোহনা, গাইবান্ধা নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং মেঘদূত'র সদস্য। তাঁর পরিচালনায় সক্রিয় রয়েছে আবৃত্তি সংগঠন 'ইচ্ছে ডানা'। সম্মাননা লাভ করেছেন– জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা-২০১৪, স্প্যানস ব্যান্ড দলের বিশেষ সম্মাননা।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও সুনাম কুড়িয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে টেবিল টেনিস খেলেছেন। জেলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় ছিলেন। বর্তমানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯৭৭ সাল থেকে সংবাদপত্রের সাথে যুক্ত হন লেখালেখির মাধ্যমে। স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন দৈনিকে কাজ করেছেন। বর্তমানে দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দেশ টিভি'র জেলা প্রতিনিধি, গাইবান্ধা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি।

সাংস্কৃতিক ভুবনে অনন্য অবদানের জন্য অমিতাভ দাশ হিমুনকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরব বোধ করছে। আমরা তাঁর সৃজনশীল কর্মের ব্যাপ্তি এবং সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।

আলোকচিত্রশিল্পী

কুদ্দুস আলম

আলোকচিত্রী কুদ্দুস আলম ১৯৬৪ সালের ১ ডিসেম্বর গাইবান্ধা শহরের মুন্সিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মহির উদ্দিন, মাতা-জমিলা খাতুন। ৬ ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয়। স্ত্রী-রিটা আলম। দুই পুত্র রেজওয়ানুল আলম অনন্ত ও রাউফুল আলম অয়ন। কুদ্দুস আলম পিয়ারাপুর হাইস্কুল থেকে এসএসসি, সাদুল্লাপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচ-এসসি ও স্নাতক পাশ করেন।

১৯৭৮ সালে শখের বশে ক্যামেরা হাতে ছবি তোলা শুরু করেন। তারপর থেমে থাকেননি। ক্যামেরাই এখন তাঁর পেশা এবং জীবনের চালিকাশক্তি। ২০০৩ সালে ফটো সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০০৪ সাল থেকে জাতীয় সংবাদ সংস্থা 'ফোকাস বাংলা' এবং ২০০৭ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ ফটো এজেন্সি 'দৃকনিউজ'-এর গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন। রুরাল ভিজ্যুয়াল জার্নালিজম নেটওয়ার্কের জেলা প্রতিনিধি এবং গাইবান্ধা প্রেসক্লাবের সমাজকল্যাণ সম্পাদক তিনি।

আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে অসংখ্য প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীগুলো হলো– ২০০৭ সালে দৃক গ্যালারিতে 'চলমান বাংলাদেশ', ২০০৮ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্ট্যাণ্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও ডেইলি স্টার আয়োজিত 'সেলিব্রেটিং লাইফ', ২০০৯ সালে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার 'ডব্লিউএ-ফপি ফটোগ্রাফি এওয়ার্ড, ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক সংস্থা পেইনটেড চিলড্রেনের 'মা ও শিশু' আলোকচিত্র প্রদর্শনী, ২০১৯ সালে ভারতের জয়পুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফটো সাংবাদিকতা প্রদর্শনী। তাঁর ছবি ব্যবহৃত হয়েছে ২০১১ সালে দৈনিক জনকণ্ঠের, ২০১২ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের, ১৪১৯ বঙ্গাব্দে মাছরাঙা টেলিভিশনের ক্যালেন্ডারে। তিনি ২০০৮ সালে স্ট্যাণ্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও ডেইলি স্টার আয়োজিত 'সেলিব্রেটিং লাইফ' প্রদর্শনীতে পুরস্কার, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা 'ডব্লিউএফপি ফটোগ্রাফি এওয়ার্ড-২০০৯, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গাইবান্ধার সম্মাননা-২০১৪, বাংলাদেশ ফটোগ্রাফি সোসাইটির ফটো প্রতিযোগিতা ২০১৯-এ গোল্ড মেডেল, গাইবান্ধা জেলা ক্রীড়া সংস্থা পদক-২০২২, দৃক আয়োজিত বাংলাদেশ প্রেস ফটো পুরস্কার লাভ করেন।

আলোকচিত্রশিল্পী কুদ্দুস আলমকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরব বোধ করছে। আমরা তাঁর সৃজনশীল কর্মের ক্রমাগত উত্তরণ এবং সুস্থ ও আনন্দময় দীর্ঘায়ু কামনা করি।

চিত্রশিল্পী

রেজাউল আমিন আনিছ

রেজাউল আমিন আনিছ ১৯৬৮ সালের ৩ এপ্রিল গাইবান্ধা শহরের ব্রিজরোডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-আব্দুল আজিজ প্রধান, মাতা-রহিমা বেগম। চার ভাই চার বোনের মধ্যে সপ্তম। স্ত্রী রোকশানা আকতার জাহান তৃপ্তি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁদের ছেলে তাওসিফউল ওয়াসী প্রচ্ছদ ও মেয়ে রামিসা প্রধান প্রথমা। বর্তমান নিবাস খাঁপাড়ার 'অবশেষে'।

গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাইস্কুল থেকে এসএসসি, গাইবান্ধা কলেজ থেকে এইচএসসি ও ডিগ্রি পাশ করেন। চিত্রকলার শিক্ষক হিসেবে ১৯৯১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গাইবান্ধার আহম্মদউদ্দিন শাহ্ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ঢাকার মনিপুরী স্কুলে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সাল থেকে গাইবান্ধা সদর উপজেলা মডেল স্কুল এন্ড কলেজে চিত্রকলার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

ছবি আঁকার প্রতি আশৈশব গভীর ভালোবাসাই তাঁকে শিল্পী বানিয়েছে। চারুকলার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও নিজের একাগ্রতা ও সাধনাতেই তিনি হয়ে উঠেছেন কার্টুনিষ্ট ও আঁকিয়ে। গাইবান্ধার অসংখ্য শিক্ষার্থীকে তিনি আঁকতে শিখিয়েছেন, চারুকলায় আগ্রহী করে তুলেছেন নতুন প্রজন্মকে। নিজে এঁকেছেন বিভিন্ন মাধ্যমে অগণন ছবি। গাইবান্ধার পুরাতন স্থাপনা, সড়ক, বৃক্ষরাজি তাঁর আঁকা ছবিতে মূর্ত হয়ে সকলকে স্মৃতিকাতর করে তোলে। তাঁর কার্টুন ম্যাগাজিন 'ঠ্যাকাও' এর তিনটি সংখ্যা এবং ২০১১ সালে প্রকাশিত কার্টুন গ্রন্থ 'ঠ্যাকাও' পাঠকনন্দিত হয়। আগামী একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'আমার অসীম শূন্যতায়'।

চিত্রশিল্পী রেজাউল আমিন আনিছকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরব বোধ করছে। আমরা তাঁর শৈল্পিক কর্মের অব্যাহত বিস্তার ও সুস্থ দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।

উদ্যোক্তা

অ্যাড. আঞ্জুমান আরা চৌধুরী

অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা চৌধুরী ১৯৮৮ সালের ২৩ অক্টোবর গাইবান্ধা শহরের মাস্টারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-আবদুল্লাহ্ চৌধুরী, মাতা-মাকসুম আরা চৌধুর। স্বামী-অ্যাডভোকেট সায়েদ আহম্মেদ আযাদ, তাঁদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে। আহম্মদউদ্দিন শাহ্ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে ঢাকার এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি থেকে আইন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি নেন।

২০১৫ সালে ছোট মেয়ের জন্মদিনের কেক অর্ডার দিয়েছিলেন একটি নামকরা বেকারিতে। কিন্তু জন্মদিনে ওই বেকারি থেকে সময়মত তাঁকে কেক সরবরাহ না করায় তিনি মর্মাহত হন। সেই জেদ থেকেই পরবর্তীতে তিনি কেক বানানো শুরু করেন। এক বন্ধু তাকে কোকো পাউডারসহ কেক বানানোর সরঞ্জামাদি কিনে দেন। সেই শুরু। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাননি। পরিবার এবং স্বামীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় তিনি এগিয়ে গেছেন স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীলতার পথে। নিজের সঞ্চয় থেকে তৈরি করেছেন 'আনজুস কিচেন'। গ্রাহকদের অনেক আস্থা ও ভালোবাসার কারণে তিনি কোনো কোনো দিন ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকাও আয় করেছেন। তিনি মনে করেন নারীদের অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। এর কোনো বিকল্প নেই। অনেক অসহায় নারীকে তিনি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। এটি তাঁর পরম আনন্দ।

উদ্যোক্তা আঞ্জুমান আরা চৌধুরীকে সম্মাননা জানাতে পেরে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) গৌরব বোধ করছে। আমরা তাঁর উদ্যোক্তা জীবনের প্রসার ও সুস্থ দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা করি।

২০১৭-২০২২

যাঁরা পেয়েছেন জিইউকে এওয়ার্ড

সাল	অবদানের ক্ষেত্র	গুণিজন
২০১৭	সমাজসেবা	ডা. নুরুল ইসলাম (পাঁচপাই ডাক্তার)
	শিক্ষা	অধ্যাপক মাজহারউল মান্নান
	সংস্কৃতি	অধ্যাপক জহুরুল কাইয়ুম
২০১৮	শিক্ষা	অধ্যাপক ফিরোজা বেগম
	সাংবাদিকতা	গোবিন্দলাল দাস
	সাহিত্য	আবু জাফর সাবু
২০১৯	সাহিত্য	সরোজ দেব
	সঙ্গীত	শাহ্ মশিউর রহমান
	জীববৈচিত্র রক্ষা	মো. আহম্মদ উল্লাহ
২০২০	মুক্তিযুদ্ধ	মাহাবুব এলাহী রঞ্জু বীরপ্রতীক
	সংস্কৃতি	প্রমতোষ সাহা
	শিক্ষা	লুৎফর রহমান (এক টাকার মাস্টার)
	নারী উন্নয়ন	লাইলী বেগম
২০২১	সাংবাদিকতা	মশিয়ার রহমান খান
	সাহিত্য	ড. গোলাম কিবরিয়া পিনু
	অদম্য	মোংলারাম রবিদাস
	উদ্যোক্তা	রেজবিন বেগম
২০২২	সমাজসেবা	সন্ধানী ডোনার ক্লাব
	চিত্রকলা	তৈয়বা বেগম লিপি
	ক্রীড়া	মাহমুদা শরিফা অদিতি
	অদম্য	চন্দ্রশেখর চৌহান

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য GUK Award 2020 গ্রহণ করছেন প্রমতোষ সাহা।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য GUK Award 2020 গ্রহণ করছেন লুৎফর রহমান (এক টাকার মাস্টার)।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান এম. আবদুস্ সালাম কর্মীদের নিয়ে বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ লাইলী বেগমকে নারী উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্য GUK Award 2020 প্রদান করেন।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য GUK Award 2021 গ্রহণ করছেন মশিয়ার রহমান খান।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে সাহিত্যে অনন্য অবদানের জন্য GUK Award 2021 গ্রহণ করছেন ড. গোলাম কিবরিয়া পিনু।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে অদম্য ক্যাটাগরিতে GUK Award 2021 গ্রহণ করছেন মোংলারাম রবিদাস।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য GUK Award 2022 গ্রহণ করছেন সন্ধানী ডোনার ক্লাব গাইবান্ধার নেতৃবৃন্দ।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে চিত্রকলায় অনন্য অবদানের জন্য GUK Award 2022 গ্রহণ করছেন তৈয়বা বেগম লিপি।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য GUK Award 2022 গ্রহণ করছেন মাহমুদা শরিফা অদিতি।

০১ জানুয়ারি ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (GUK) ৩৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি'র কাছ থেকে অদম্য ক্যাটাগরিতে GUK Award 2022 গ্রহণ করছেন চন্দ্রশেখর চৌহান।

আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব

২০২৩

আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব

২০২৩

আলোকচিত্রে পিঠা উৎসব
২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

লাইসেন্স নং-০১/২০১৯-২০২০

GUK মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

নতুন জীবন

"আপনার প্রিয়জনদের কেউ কি মাদকাসক্ত? আসক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা সম্ভব।"

সুবিধাসমূহ

- মনোরম পরিবেশে আবাসিক ব্যবস্থা;
- বিনোদন, ব্যায়াম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা;
- বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন;
- আবাসিক ডাক্তার, কাউন্সিলর ও ফিজিওথেরাপিস্ট দ্বারা সার্বক্ষনিক পরিচর্যা;
- সাশ্রয়ী ব্যয়ে ৩ থেকে ৬ মাসের পরিপূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন;
- চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে ২ বছর পর্যন্ত ফলোআপ।

চিকিৎসা পদ্ধতি

- অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ঔষধ চিকিৎসার মাধ্যমে নির্বীষকরণ;
- অভিজ্ঞ কাউন্সিলর দ্বারা ফিজিও,সাইকো ও সোস্যাল থেরাপি প্রদান;
- দ্বাদশ ধাপ পদ্ধতি (NA);
- অকুপেশনাল, গ্রুপ ও কমিউনিটি থেরাপি প্রদান;
- রিক্রিয়েশনাল ও রিলেক্সেশন থেরাপি প্রদান;
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাউন্সিলিং প্রদান;
- পরিজ্ঞান আচরণগত ও প্রেষণা বর্ধক থেরাপি;
- বিহেভিয়ার চেঞ্জ কমিউনিকেশন (বিসিসি);
- আধ্যাতিকতার চর্চা, আসক্তি বিষয়ক ক্লাসসমূহ;
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

+৮৮ ০১৭১৩ ৪৮৪ ৬১১, +৮৮ ০১৭১৩ ৪৮৪ ৬৭৯ info@gukbd.net

ভিএইড রোড, কালিবাড়ি পাড়া, গাইবান্ধা।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর একটি সামাজিক উদ্যোগ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

GUKIET
GUK Institute of
Engineering & Technology

GUK ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি

(গণ উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
প্রতিষ্ঠান কোডঃ ১৮১৪৫

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসমূহ (চার বছর মেয়াদী)

■ সিভিল ■ ইলেকট্রিক্যাল

চূড়ান্ত বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে গাইবান্ধায় আমরাই প্রথম

ফ্রি কম্পিউটার কোর্স ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং

কোর্স সমাপ্তকারীদের কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহায়তা।

ফ্রি ইংলিশ স্পিকিং কোর্স

জিইউকেআইইটি-এর বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধাসমূহঃ

১. বৃহৎ পরিসরে সুবিস্তৃত নিজস্ব ক্যাম্পাস;
২. ছাত্র-ছাত্রীদের কোলাহলমুক্ত ও মনোরম পরিবেশে আবাসিক সুবিধা;
৩. রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত নিরাপদ এবং মানসম্মত পঠন-পাঠন পরিবেশ;
৪. আধুনিক নেটওয়ার্কিং সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব ও ওয়ার্কশপ;
৫. অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ও প্রশিক্ষক দ্বারা পাঠদান;
৬. সর্বোচ্চ ব্যবহারিক ক্লাস নিশ্চিত করা;
৭. বৃহৎ ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি;
৮. অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা;
৯. বিনোদন ও ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা;
১০. অধ্যয়নকালীন পারটাইম অর্থ উপার্জনের সুযোগ;
১১. ক্যাম্পাসে ফ্রি ওয়াই-ফাই সাপোর্টস;
১২. আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ;
১৩. দেশ-বিদেশে শিক্ষা সফর।

এছাড়াও ছয় মাসমেয়াদী জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘণ্টা) প্রশিক্ষণ
- কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন;
- ডাটাবেইজ সিস্টেম;
- গ্রাফিক্স ডিজাইন;
- সুইং মেশিন অপারেশন;
- ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স;
- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং;

গাইবান্ধা শহরে নিজস্ব ক্যাম্পাসে পাঠদান ও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পৃথক আবাসিক সুবিধা রয়েছে।

পুলিশ লাইনস্ রোড, নশরৎপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০
ফ্যাক্সঃ +৮৮ ০৫৪১-৫২২৬৬, মোবাইলঃ +৮৮ ০১৭১৩৪৮৪৬০৮, ইমেইলঃ gukiet@gmail.com

GUK HOSPITAL

A Gana Unnayan Kendra Initiative

উন্নত চিকিৎসা
এখন নিজ শহরে

24 HOURS

আমাদের সেবাসমূহ

- নরমাল ডেলিভারি;
- সিজারিয়ান ডেলিভারি;
- জেনারেল সার্জারী;
- নাক, কান ও গলা রোগের চিকিৎসা/অপারেশন;
- Digital X-ray Fujifilm;
- Digital Ultrasound-4D;
- Digital Echo-Cardiogram;
- Physiotherapy & Rehabilitation Center;
- আধুনিক প্যাথলজি সেবা;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক অপারেশন থিয়েটার;
- আধুনিক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্ড এবং কেবিনের ব্যবস্থা;
- হোম স্যাম্পল কালেকশন সার্ভিস;
- অভিজ্ঞ সার্জন কর্তৃক সকল ধরনের অপারেশনের ব্যবস্থা;
- দেশে এবং বিদেশে চিকিৎসকদের সাথে চাহিদা অনুযায়ী Tele Medicine'র ব্যবস্থা।

মাষ্টারপাড়া, গাইবান্ধা।

০১৭১৩৪৮৪৬০৯, ০১৭১৩৪৮৪৬৪৫
০২৫৮৯৯৮০১৭৬